

## ফ্রান্সে জেট ফ্যুয়েল সঙ্কট, ভোগান্তির শঙ্কায় যাত্রীরা

- A Monitor Desk Report

Date: 21 April, 2026



**ঢাকা:** ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ত উড়োজাহাজ চলাচল কেন্দ্র ফ্রান্স বর্তমানে জেট ফ্যুয়েলের ঘাটতির মুখে পড়েছে, যা আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ব্যবস্থায় নতুন করে চাপ সৃষ্টি করছে।

বিশেষ করে রাজধানী প্যারিসের প্রধান বিমানবন্দরগুলোতে এর প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে আসন্ন গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ মৌসুমে ফ্লাইট বিলম্ব, সময়সূচি পরিবর্তন এবং বাতিলের আশঙ্কা আরো বাড়তে পারে।

বিমানবন্দর ও এভিয়েশন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে অস্থিরতা, পরিবহন সঙ্কট এবং সরবরাহ চেইনে বিঘ্নের কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইউরোপে উড়োজাহাজ চলাচলের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাব হওয়ায় ফ্রান্সে জ্বালানি ঘাটতির প্রভাব দ্রুত দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশী যাত্রীদের জন্য বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপগামী অধিকাংশ ফ্লাইট সরাসরি বা ট্রানজিটের মাধ্যমে প্যারিসসহ অন্যান্য বড় ইউরোপীয় বিমানবন্দর ব্যবহার করে। ফলে ফ্লাইট বিলম্ব বা বাতিল হলে যাত্রীদের ভ্রমণ পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, গ্রীষ্মকাল সাধারণত ইউরোপ ভ্রমণের পিক সিজন হওয়ায় এ সময় ফ্লাইটের চাপ বেশি থাকে। এর সাথে জেট ফ্যুয়েল সঙ্কট যুক্ত হলে এয়ারলাইনগুলো ফ্লাইট সংখ্যা কমানো বা সময়সূচি পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য হতে পারে। এতে বাংলাদেশী শিক্ষার্থী, প্রবাসী কর্মী এবং পর্যটকদের ওপর সরাসরি প্রভাব পড়বে।

এদিকে ট্রাভেল এজেন্সিগুলো জানাচ্ছে, অনেক যাত্রী আগাম বুকিং করলেও তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। শেষ মুহুর্তে ফ্লাইট পরিবর্তন হলে অতিরিক্ত খরচ ও সময় ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে যারা পড়াশোনা বা কাজের উদ্দেশ্যে ইউরোপে যাচ্ছেন, তাদের জন্য সময়মতো পৌঁছানো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে।

পর্যটন খাতেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফ্রান্সে অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য হওয়ায় প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী পর্যটক দেশটিতে ভ্রমণ করেন। তবে ফ্লাইট অনিশ্চয়তা বাড়লে অনেকেই তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন বা স্থগিত করতে বাধ্য হতে পারেন।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশী যাত্রীদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। যেমন ভ্রমণের আগে নিয়মিত ফ্লাইট স্ট্যাটাস যাচাই করা, বিকল্প ফ্লাইট বা রুট প্রস্তুত রাখা এবং প্রয়োজনে ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স নেয়া। এছাড়া ট্রানজিট সময় কিছুটা বেশি রেখে টিকিট বুকিং করাও ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হতে পারে।

সরকারি পর্যায়ে ফ্রান্স পরিস্থিতি সামাল দিতে উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত এই সংকট পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

-B